দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ‥ 26 APR 2009 ‥
পৃষ্ঠা ‥ ৩ ‥ কলাম ‥ ৬ ‥

### চাকরিতে নিয়োগ

# গ্রেডিং পদ্ধতি মূল্যায়নে বৈষম্য দূর করার দাবিতে স্বাক্ষর কর্মসূচী

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ** সরকারী ও বেসরকারী চাকরিতে নিয়োগে গ্রেডিং পদ্ধতির উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে বৈষম্য দূর করার দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করেছে ২০০১-'০৩ সালের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল (শনিবার) সকালে তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীরা প্রায় ১৫ গজ দীর্ঘ সাদা কাপড় টানিয়ে এতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাদের এ কর্মসূচি চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এসময় শিক্ষার্থীরা জানান, সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞাপনে তাদের ফলাফল মূল্যায়নে বড় ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে। এতে করে তারা চরমভাবে বৈষম্যের শিকার, বঞ্চিত ও সামাজিকভাবে হেয় হচ্ছেন। তারা জানান, সরকারী এবং বেসরকারী চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্ত গ্রেডিং পয়েন্টকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রেড পয়েন্ট ৪ দশমিক ৫-কে প্রথম বিভাগ, ৪ দশমিক ২৫-কে দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৪ দশমিক ২৫-এর নিচে সব পয়েন্টকে তৃতীয় বিভাগ ধরা হয়েছে। আর সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ৪-কে প্রথম বিভাগের মান দেয়া হয়েছে। তারা অবিলম্বে এ বৈষম্যের অবসান করতে সরকারী এবং বেসরকারী চাকরির জন্য অভিন্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং ২০০১-০৩ সালের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার দাবি জানান। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফল প্রকাশের পাশাপাশি মার্কশিটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরও উল্লেখ করার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।